সুন্দরম, মুক্তধারা, কথামালার সেই মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

কাইউম পারভেজ

পাঁচ বছর বয়সে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাছে হাতে খড়ি দিয়ে শুরু হয়েছিলো জাতীয় অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের লেখাপড়া। সেই যে কলম ধরলেন মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত তা সঙ্গেই থাকলো। ১৯২৭ সালে ১ মে থেকে ২০১৮ সালের ৯ মে বিস্তৃত জীবনে বাংলা আর বাঙালীকে উজাড় করে দিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম । বাঙালীর বহু গৌরবগাথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন তিনি। শুধু গৌরবগাথাই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পান্ডিত্য ছিল তাঁর। বাবা সাদত আলী আখন্দের চাকরিসূত্রে ঘন ঘন বদলির সুবাদে তিনি মোট ৮টি স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল দিয়ে শুরু এবং স্কুলজীবন শেষ হয় ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে। আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিংহে আইএসসি পড়েন। গ্র্যাজুয়েশন করেন কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাস করেন এবং পিএইচডি করেন লন্ডন ইউনিভার্সিটির প্রাচ্যভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র সোয়াস থেকে।

আইএসসি - অর্থাৎ এখনকার ইন্টারমিডিয়েট শেষে বাবা সাদত আলী আখন্দ তাঁর প্রথম সন্তান খোকাকে আদেশ করলেন ইনি্জনিয়ারিং-এ ভর্ত্তি হতে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম খোকার জন্য শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তির ব্যবস্থাও করলেন। সেসময়ে খোকার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ যোগাবেন কীভাবে সে চিন্তায় গ্রামের বাড়ীতে পুকুর কাটালেন। পুকুরে মাছ চাষ করে খোকার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ উঠানো হবে। কিন্তু খোকার স্বপ্ন সে বাংলায় পড়বে। বাবা তখনকার সময়ে প্রখ্যাত লেখক সাদত আলী আখন্দ তার উপর ঘরে নানান বই পত্র পত্রিকা। এগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে বাংলা সাহিত্যের প্রেমে মজেছেন নিজেও জানেন নি। ভরসা ছিলো মা তাঁর দলে থাকবেন তাও হয়নি। অগত্যা বাড়ী থেকে পালালেন। বেশ কিছুদিন নিরুদ্দেশ থেকে আবার বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ি ফিরে মাথা নীচু করে বাবার তর্জন গর্জন শুনলেন। অবশেষে ভর্তি হলেন দিনাজপুরের রিপন কলেজে আর্টসে। এই রিপন কলেজই পরবর্তীতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের নাম ধারন করে। তিনি তখন এই কলেজের ছাত্র হলেন। এই কলেজ থেকে বি এ পাস করলেন।

এবার বাবার চাপ আইন পড়ার জন্য। তাঁর স্বপ্ন ছেলে বার-এ্যাট-ল হবে। আর তা যদি না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবে। আর এ উদ্দেশ্যে ছেলেকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। ঢাকায় যাওয়ার সময় ছেলেকে ভাল করে বোঝালেন। বললেন, 'ঢাকায় যেয়ে ইভনিং ক্লাশে ল'তে ভর্ত্তি হয়ে যা, সাথে ডে ক্লাশে হিস্ট্রিতে। তবে হিস্ট্রি ভাল না লাগলে ইংরেজি নিবি।' এসব কোনটাই তাঁর মন ছুঁতে পারেনি অবশেষে ভর্তি হলেন বাংলায়। এরপর ১৯৬৯ সালে স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডন যান। সেখানে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে পি এইচ ডি করেন।

১৯৪৮-১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি প্রতিবাদী ও প্রতিরোধী আন্দোলনের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ষাটের দশকের আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, একষট্টিতে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদযাপনসহ সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর ডাকে 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সে সময়ে চিঙ্গাশপুরের খোকা আর টুঙ্গি পাড়ার খোকার দারুন ভাব। দুজনের লক্ষ্যই যে এক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডনে পিএইচডি করার সময় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে সক্রিয় আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন এবং জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুস্তাফা নূরউল ইসলামের কর্মজীবন শুরু সাংবাদিকতা দিয়ে, দৈনিক আজাদ পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে। তারপর ১৯৫১ সালে তিনি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় এ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যাত্রা সূচিত হয় ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলামের হাতে। স্বাধীনতা পূর্বকালে কয়েক বছর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৭১ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সময়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন অধ্যাপনার চাকরিও করেন। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে

১৯৭২ সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক হন। সামরিক সরকারের সঙ্গে দ্বিমতের কারণে বাংলা একাডেমিতে চাকরির মেয়াদ অসমাপ্ত রেখেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং ১৯৯২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের আগে এবং পরে জাতীয় জাদুঘর পরিচালনা পর্ষদের তিন মেয়াদের চেয়ারম্যান, নজরুল ইনস্টিটিউট ট্রাস্ট বোর্ডের তিন মেয়াদের সদস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে নীতিনির্ধারণী পর্ষদের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন।

জাতীয় অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের প্রবন্ধ-সঙ্কলন ও গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা ৩০টির অধিক। এর মধ্যে 'সমকালে নজরুল ইসলাম', 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত', 'আমার বাংলা', 'নিবেদন ইতি' (২ খন্ড), 'বাংলাদেশঃ বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধানে', ' সেরা সুন্দরম', 'পূর্বমেঘ', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ', 'আমাদের মাতৃভাষার চেতনা ও ভাষা আন্দোলন', 'আবহমান বাংলা', 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' অন্যতম। সুন্দরম নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন পনেরো বছর। বলা যায় দেশের সেরা সাহিত্য পত্রিকা সেটি।

ভাষা সৈনিক, সাহিত্যিক ও জাতীয় অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম টেলিভিশনে উপস্থাপনার জন্যও অনেকের পরিচিত মুখ ছিলেন। বিটিভিতে 'মুক্তধারা' অনুষ্ঠানটি একাধারে ১৫ বছর উপস্থাপনা করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন এটিএন বাংলায় তিনি 'কথামালা' অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছিলেন। সেই প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে এটিএন বাংলার উপদেষ্টা নওয়াজেশ আলী খান বলেছেন, "জনপ্রিয় এ অনুষ্ঠানে ৮০০টি পর্ব প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি পর্বেই তিনি ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। যেখানে আমরা ১০ থেকে ১২টি বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি না, সেখানে তিনি এতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটা শুধু মুস্তাফা নূরউল ইসলামকে দিয়েই সম্ভব। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি এ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছিলেন। কথা ছিল, যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এই অনুষ্ঠান করে যাবেন। তা আর হলো না। বুধবার ৯ই মে রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নিজের বাসায় ৯১ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম।

সুন্দরমের এই সুন্দর মানুষটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৮২ সনের ৩ জানুয়ারী আমার বিয়ের আসরে। টিভির পর্দাতেই তাঁকে চিনতাম। বিয়ের আসরে দেখি আমার সামনে বিয়ের কাজী সাহেবের পাশে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম উপবিষ্ট। শ্বশুর মশাই এম আর আখতার মুকুল বললেন পারভেজ ইনি আমার বড় ভাই মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। ইনি আজকে আমার পক্ষে তোমাদের বিয়ের ওকালতনামা নিয়ে কাজ করবেন। বিয়ের যখন কথাবার্তা হয় তখন যদিও জেনেছি তাঁর কথা তবুও সামনা সামনি এই রাশভারি সুন্দর মানুষটিকে দেখে একটু থতমত খেয়েছি বৈকি। পরে যখন তাঁর সাথে কতাবার্তা হলো মনে হলো আমার কোন সিনিয়ার বন্ধুর সাথে কথা বলছি। তবুও এমন পন্ডিতজনের সাথে কি বলতে কি বলি বুকে দুরুদুরু অবস্থা।

মাঝে মাঝে ঢাকায় যখন শ্বশুর বাড়িতে ঈদ করতাম তখন দেখতাম নামাজ শেষে শ্বশুর মশাই স্বপরিবারে রওনা দিতেন তাঁর বড় ভাই মুস্তাফা নূরুল ইসলামের বাসায়। ছোট একটা মিনি অস্টিনে আমরা আটজন। সবার মুখে আনন্দ আমারা বড়চাচার বাসায় যাচ্ছি। কোন খাবারের লোভে নয় - লোভটা তাঁর কথা শোনার জন্য। এতো সুন্দর করে কথা বলতে পারতেন। যেমন সৌম্য সুন্দর দেখতে তেমন সুন্দর কথা।

এদেশে আসার পর একবার ক্যানবেরাতে এক অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে এক বাসায় খাবারের ব্যবস্থা। সেখানে এক ভদ্র মহিলা হঠাৎ কবিতার কাছে এসে কোন ভূমিকা না দিয়েই প্রশ্ন করলো - আপনি কী মুস্তাফা নূরউল ইসলাম স্যারের কেউ হন? কবিতার প্রশ্ন কেন বলেনতো? না মানে আপনার কথার ঢংয়ে স্যারের কথার মিল দেখছি। কবিতা বললো উনি আমার বড় চাচা। তাই বলেন। হতেই হবে। কবিতা বললো আমার তো ধারণা আমার কথার ঢংয়ে আব্বার সাথে বেশী মিল। ভদ্র মহিলা বললেন কিছু মনে করবেন না - আমি আপনাকে

একটু জড়িয়ে ধরি? আপনি মুস্তাফা নূরউল ইসলাম স্যারের ভাতিজি। আমি জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্রী যদিও বিজ্ঞানের ছাত্রী তবু তাঁর ক্লাসে যেতাম শুধু তাঁর কথা শুনবার জন্য। মোহাবিষ্ট করে রাখতো তাঁর কথা। শুধু আমিই না আমার মত বহু ছেলে মেয়ে তাঁর ক্লাসের ছাত্র/ছাত্রী না হয়েও তাঁর লেকচার শোনার জন্য গিয়ে বসে থাকতো।

দশ মে বৃহস্পতিবার সকালে বেয়াইন নাজলী ভাবীর ফোনে ঘুম ভাঙ্গলো। বললেন সকালে কাগজে পড়লাম কবিতা ভাবীর চাচা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম স্যার গত রাতে মারা গেছেন। চমকে উঠলাম। অভ্যাসমত রাতে শোবার আগে দেশের অনলাইন পত্রিকা গুলোতে একবার চোখ বোলাই অথচ তখনো চোখে পড়েনি দুঃসংবাদটি। রাতে কোন ফোনও পাইনি। তখন ফোন করবেই বা কে। চাচার ৪ ছেলে মেয়ের সবাই বিদেশে তবু এ সময়টায় বড় ছেলে ইমন দেশে এসেছিলো বাবাকে দেখতে। কবিতার ভাইরাও বিদেশে। যাহোক পরে যোগাযোগ হলো অনেকের সাথে। নাজলী ভাবীর সাথে যখন কথা শেষ করছি ঠিক সেই সময়ে কবিতা জেগে গেলো। বললো কার ফোন? তোমার কী হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন? আমি কী করে বলি তোমার বড় চাচা আর নেই। সবার বড় বলে পরিবারের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো - তেমনি ভাল বাসতো। তাঁর মত মানুষকে ভাল না বেসে তো উপায় নেই। কবিতার মাথায় হাত রেখে আস্তে করে বললাম - বড় চাচা .... বাকী টুকু আর বলতে পারিনি। ওর কান্নায় শোকার্ত হতে থাকলাম। ..... তাঁর সাথে আমাদের শেষ দেখা ২০১৬তে তাঁর বাসায়। যখন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম - মাথায় হাত রেখে বললেন জানো পারভেজ আজকাল আর কাওকে বলি না দীর্ঘজীবি হও। দীর্ঘজীবি একাকীত্বের যে কী যন্ত্রনা তা তোমাদের বোঝাতে পারবো না। চাচী গত হয়েছেন তাও বছর চারেক। যাহোক পরে অনেক কথা হলো। আমরা বলেছি কম - শুনেছি বেশী। তাঁর শব্দের মোহজালে যে একবার জড়িয়েছে সে আর সেখান থেকে বেরুতে পারে নি। মানুষটা দেখতে যেমন সুন্দর কথাও বলতেন তেমন সুন্দর করে। আমার মৌ-এর বিয়ের সময় বললাম চাচা আপনি আমার বিয়েতে আমার উকিল বাবা ছিলেন এবার আমার মেয়ের বিয়েতে উকিল নানু হবেন। বললেন - এটাতো আমার ভাগ্যের কথা তাছাড়া মুকুল নেই (ছোট ভাই এম আর আখতার মুকুল) দায়িত্বটা তো এমনিতেই আমাকে টেনে নেবে। চোখের তো সমস্যা তবুও যাবো। চাচীকে নিয়ে এসেছিলেন। এ সবই আজ স্মৃতি। তাঁর সাথে আমাদের মূল্যবান অনেক রত্নের স্মৃতি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসি করুন - আমিন। চাচা যেখানেই থাকুন ভাল থাকুন - থাকুন সুন্দরম।